জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

নেপবার্তা

অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা ▸ ২৩শ বর্ষ ▸ ২য় সংখ্যা ▸ জুলাই ২০২০

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেপ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। **'নেপ বার্তা'**র প্রতিবেদনসমূহে এ কার্যক্রমগুলোর কিছুটা প্রতিফলন ঘটে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির ষান্মাসিক প্রকাশনা **'নেপ বার্তা'** জুলাই ২০২০ প্রকাশিত হলো।

মুজিববর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ **'নেপ বার্তা'**র এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো 'প্রাথমিক শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অবদান' এবং 'ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' শীর্ষক দুটি বিশেষ নিবন্ধ।

'নেপ বার্তা'র এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে করোনা মহামারিকালে নেপ-এর সার্বিক নির্দেশনায় পিটিআইসমূহে অনলাইন প্লাটফরম (জুম, গুগল মিট) ব্যবহার করে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের ১৪৩৮০জন শিক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত সংবাদ। করোনাকালে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রমসমূহকে গতিশীল রাখার জন্য নেপ বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার জন্য 'ঘরে বসে ডিপিএড অনুশীলন' শীর্ষক প্রোগ্রাম চালু উল্লেখযোগ্য। কোনো সরকারি অর্থ-বরাদ্দ ছাড়াই নেপ-এর সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পিটিআইসমূহের ব্যবস্থাপনায় শুরু হয় অনলাইন শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা। এই কার্যক্রম মনিটরিং এবং মেন্টরিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন নেপ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ। **'নেপ বার্তা'**য় এ-বিষয়ক প্রতিবেদন রয়েছে।

'নেপ বার্তা' প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সরকারের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম প্রচার করে থাকে। সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমাদের প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
E-mail : dgnape@gmail.com

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক

উপদেষ্টা
মোঃ ইউসুফ আলী (উপসচিব)
পরিচালক

সম্পাদনা পর্ষদ
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
মোহাম্মদ আলফাজ উদ্দিন
বিশেষজ্ঞ
মনোয়ারা বেগম
বিশেষজ্ঞ
মো. নজরুল ইসলাম
সহকারী বিশেষজ্ঞ
মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক
সহকারী বিশেষজ্ঞ
মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ

প্রাথমিক শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অবদান

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ

বাঙালি জাতির ভাগ্য উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নতি যে সম্ভব নয়, তা অনুধাবন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাই তিনি একটি শিক্ষিত জাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। শোষণমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছিলেন শিক্ষাব্যবস্থা।

শিক্ষা একজন মানুষকে সচেতন, সংবেদনশীল, নৈতিক, সৃষ্টিশীল, আত্মপ্রত্যয়ী ও মানবিক গুণে গুণান্বিত করে তোলে। তবে এর জন্য থাকা চাই সুশিক্ষা। আর সুশিক্ষার মূলে থাকে দেশ, জাতি ও মানবকল্যাণ।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা তাঁর অন্যতম রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ৮টি শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন পেশ করে। সব কমিশন ছিল এদেশের মানুষের মৌলচেতনা, সমাজ-সংস্কৃতি ও কৃষ্টিবিরোধী। ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনের সময়েও বঙ্গবন্ধু কার্যকরী সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শিক্ষকদের উদ্দেশে এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আগামী প্রজন্মের ভাগ্য শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করছে। শিশুদের যথাযথ শিক্ষার ব্যত্যয় ঘটলে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হবে।'

১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে সে বছরের ২৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও ও টেলিভিশনে এক নির্বাচনী ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি সুস্পষ্ট কিছু প্রস্তাব রেখেছিলেন। যথা প্রথমত, 'সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, 'নিরক্ষতা অবশ্যই দূর করতে হবে। পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে।

তৃতীয়ত, 'দারিদ্র্য যেন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেধাবীদের জন্য বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।'

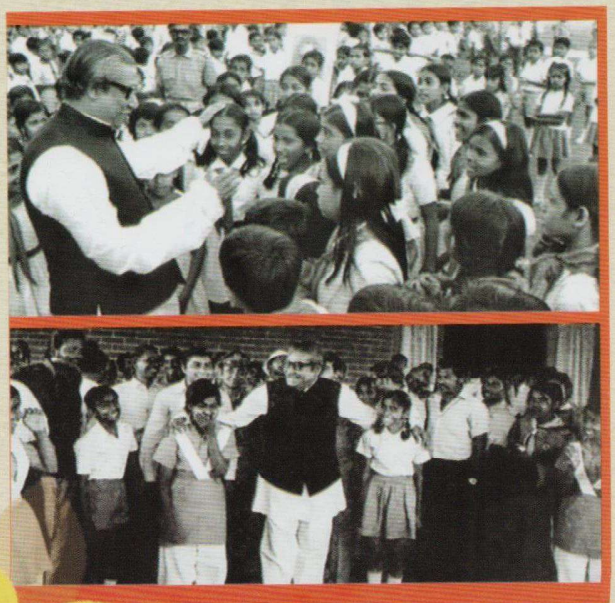

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উপযোগী সমাজ গঠনমূলক একটি সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন বঙ্গবন্ধু।

কমিশন শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি ও গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। বিজয়ের মাত্র সাত মাসের মতো সময়ের মধ্যে এই কমিশন গঠন করা দেশের জন্য একটি সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করার প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপার আগ্রহের পরিচয় বহন করে।

বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এমনকি ৭২ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষাখাতের চেয়ে শিক্ষাখাতে তিন কোটি ৭২ লাখ টাকা বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। ৭২-এর সংবিধানে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' অংশে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-ভাবনা অন্তর্ভুক্ত করে ঐ সংবিধান প্রণীত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ১৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে -

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।'

১৯৭২ সালের ১৯ ফ্রেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান ও ষষ্ঠ হতে মাধ্যমিকে ৪০ ভাগ কম দামে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের কথা ঘোষণা করেন। গণশিক্ষা প্রসারে পল্লী উন্নয়ন ব্রিগেড গঠন করে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ৬ মাসের কার্যক্রম গ্রহণ করতে আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ১৯৭২ সালের ১ জুলাই বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেন এবং ৬ জুলাই ২৫৬ নং প্রজ্ঞাপন জারি করে ৬ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেন।

প্রজ্ঞাপনালোকে বিদ্যালয় ও শিক্ষক নির্বাচনের আগে মহকুমার এসডিওকে চেয়ারম্যান ও মহকুমা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সদস্যসচিব, এমপিদেরকে সদস্য, জেলা স্কুল পরিদর্শকদের সদস্য, মহকুমা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সচিব/মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি পুনর্গঠন করেন। এ বিষয়ে ১৯৭৩ সালের ৩১ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির ২২ নং অধ্যাদেশ গেজেটাকারে প্রকাশ করেন। এই বছরের ২৮ ডিসেম্বর মন্ত্রণালয়ের ৭ সেপ্টেম্বরে এস ৭//৪৬৮ শিক্ষা সংখ্যক স্মারক দ্বারা গ্রামীণ এবং শহরের সাহায্যপ্রাপ্ত ১৮৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এম.এফ.পি স্কুলের ২৬ হাজার ৭৪৪টি এবং নিয়ন্ত্রিত

৫০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ দায়িত্ব গ্রহণ করে। পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষকরা তাদের স্বল্প বেতন জেলা বোর্ড থেকে পেতেন। স্বাধীনতার পর জাতীয়করণের আগ পর্যন্ত সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল ছিল ১২০ টাকা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ছিল ২ টাকা, প্রধান শিক্ষকের বেতন স্কেল ছিল ১৩০ টাকা, ইনক্রিমেন্ট ৩ টাকা। এ বেতন পোস্ট অফিসের পিওনের মাধ্যমে হাটবারে ভেঙে ভেঙে দেয়া হতো। কী দুর্বিষহ ছিল প্রাথমিক শিক্ষকদের সে সময়ের জীবন! যে হাটবারে পোস্ট অফিসের পিওন টাকা দিত না; সেদিন প্রাথমিক শিক্ষকদের পরিবারে নেমে আসত ঘোর অমানিশা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কষ্টকর অবস্থা থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই হতে ১৯৭৫ র জুলাই পর্যন্ত মাত্র ৩ বছরে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে ১ লাখ ৫৫ হাজার ২৩ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করেন। একই বছরের ২২ জুলাই জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টির সরকারি আদেশ জারি করেন। ১ জুলাই ১৯৭৩ হতে জাতীয় বেতন স্কেলে অষ্টম গ্রেডে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৭৬ হাজার ৬৮১জন, নবম গ্রেডে ৭২ হাজার ৭২৪জন এবং দশম গ্রেডে ৫ হাজার ৬১৮ জন। এটিকে আইনিভিত্তি দিতে The Primary Schools (Taking over) Ordinance, 1973 করা হয়, পরে The Primary Schools (Taking over) Act, 1974 প্রবর্তনপূর্বক অধ্যাদেশটি রহিত করা হয়। ৩৬ হাজার ১৬৫টি বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৫৫ হাজার ২৩ জন কার্যরত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রচলিত শর্তে ৩১ মে, ১৯৭৬ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। এসবের খরচ বাজেটের নির্দিষ্ট খাত থেকে মেটাতে বরাদ্দ দেয়া হয়।

তখন প্রশিক্ষণবিহীন প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল ১৪৫ টাকার স্কেল, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা পেত ২২০ টাকা। প্রধান শিক্ষকদের দায়িত্ব ভাতা ছিল ১০ টাকা। নারীশিক্ষা প্রসারে ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ছাত্রীদের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বেতন দিতে হবে না ঘোষণা করা হয়। একই বছরের ৭ মার্চে স্বাধীন দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতাগ্রহণ করে তিনি শিক্ষাব্যবস্থা গণমুখী এবং সার্বজনীন করতে বিনামূল্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বই বিতরণ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করে শিক্ষাকে সহজলভ্য করে দিয়েছিলেন। শিশুশিক্ষার ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন। বস্তুত শিক্ষার ভিত রচিত হয় প্রাথমিক শিক্ষায়। শিশুশিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো, সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ।

১৯৭৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৪ পাস করে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধনকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও নারী শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন, 'শতকরা ২০ জন শিক্ষিতের দেশে নারীর সংখ্যা আরও নগণ্য। ... ক, খ, শিখলেই শিক্ষিত হয় না, সত্যিকারের আলোকপ্রাপ্ত হইতে হইবে।' ১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্য সম্মেলনের বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, 'একটি সুষ্ঠু জাতি গঠনে শিল্প, যোগাযোগব্যবস্থা বা অন্য সব ক্ষেত্রে যেমন উন্নয়ন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। আমি সর্বত্রই একটি কথা বলি, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সোনার মানুষ আকাশ থেকে পড়বে না, মাটি থেকেও গজাবে না। এই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্য থেকেই তাঁদের সৃষ্টি করতে হবে।'

প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার হ্রাস, ছাত্র ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষকদের চাকরিকালীন নানা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, উন্নত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ, শিক্ষার্থী-মূল্যায়ন, বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার সূচনা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। বঙ্গবন্ধুর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমরা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করলেই সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে বিশ্ব মঞ্চে মাথা উঁচু করে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারব এবং গড়তে পারব বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

তথ্যসূত্র:

১। অসমাপ্ত আত্মজীবনী- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন ও বাস্তবতা- কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, ১৮ মার্চ, ২০২০ : http://albd.org

৩। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা ও শিক্ষার লক্ষ্য- ড. মুহম্মদ মনিরুল হক: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯: www.kalerkantho.com

৪। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জন: ড. হারুন-অর-রশিদ: ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮: www.dailyjanakantha.com

৫। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর শিক্ষকগণ: অনুপম হায়াৎ : ০৯ আগষ্ট, ২০১৮ : www.prothomalo.com

৬। শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অবদান: মো. সিদ্দিকুর রহমান : ২১ মার্চ, ২০২০ : www.jugantor.com

৭। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে বঙ্গবন্ধু: ফারুক আহমাদ আরিফ: ৩০ আগষ্ট, ২০১৯: http://www.educationbangla.com

ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মনোয়ারা বেগম
বিশেষজ্ঞ, নেপ

বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'আজও আশা করে আছি পরিত্রাণ কর্তা আসবে সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে, চরম আশ্বাসের কথা শোনাবে পূর্ব দিগন্ত থেকেই', বাঙালির ভাগ্যাকাশে সেই ত্রাণকর্তা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সচেতনভাবে বাঙালির কাছ থেকে ভাষার অধিকার হরণ করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল সংখ্যালঘু জনগণের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে। কিন্তু তাদের সেই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন বাঙালির ত্রাণকর্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বিশেষ অবদান রয়েছে। আজন্ম মাতৃভাষাপ্রেমী এই মহান নেতা ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্ব এবং পরবর্তী সময় আইন সভার সদস্য হিসেবে এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে গেছেন এবং বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের দাবির কথা বলে গেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদান উল্লেখ করা হয়েছে এবং যথাযথ ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ভাষা-বিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে গাজীউল হক বলেন, 'সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান'।

ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লিখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক', এভাবেই ভাষার দাবি প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলাকালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃত্বদান করেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এটাই ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ দেশে প্রথম সফল হরতাল। এই হরতালে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রেপ্তার হন। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ হতে ১০ মার্চ ঢাকায় আসেন। ১১ মার্চের হরতাল ও কর্মসূচি তাঁর জীবনের গতিধারা নতুন ভাবে প্রবাহিত করে। স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটিই তাঁর প্রথম গ্রেপ্তার। ১১ মার্চের গ্রেপ্তার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১১ মার্চের গুরুত্ব এবং গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নয়, মূলত শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১১ মার্চ। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন শুরু হয়। সেদিনই সকাল ৯ ঘটিকার সময় আমি গ্রেপ্তার হই।'

১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এর সঙ্গে তদানীন্তন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আট দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে জেলখানায় আটক ভাষা আন্দোলনের কর্মী রাজবন্দিদের চুক্তিপত্রটি দেখানো হয় এবং অনুমোদন নেয়া হয়।

অনুমোদনের পর চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। কারাবন্দি অন্যদের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানও চুক্তির শর্ত দেখেন এবং অনুমোদন প্রদান করেন। এই ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে সর্বপ্রথম বাংলাভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য ভাষা সৈনিকেরা কারা মুক্ত হন। ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভা শেষে পূর্ববাংলা আইন পরিষদ ভবন অভিমুখে এক মিছিল বের হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ, শওকত আলী, আবদুল মতিন, শামসুল হক প্রমুখ যুবনেতার কঠোর সাধনার ফলে বাংলা ভাষার আন্দোলন সমগ্র পূর্ব বাংলায় একটি গণআন্দোলন হিসেবে ছড়িয়ে পড়ল। জনসভা, মিছিল আর স্লোগানে সমগ্র বাংলাদেশ যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। রাস্তায় দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার- 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবি আদায়ের জন্য ভাষা সংগ্রাম কমিটি অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে লাগল। এই ভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্কে যাঁরা নিরলস কাজ করেছেন সেইসব ছাত্রনেতার মধ্যে শেখ মুজিব ছিলেন অন্যতম।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ পর্বে শেখ মুজিবুর রহমান জেলে ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক ময়দানে অনুপস্থিত থাকলেও জেলে বসেও নিয়মিত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতেন। শেখ মুজিব ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ ফরিদপুর জেলে যাওয়ার আগে ও পরে ছাত্রলীগের একাধিক নেতার কাছে চিরকুট পাঠিয়েছেন ।

জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিবৃতি দেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর এই মত পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন, 'সেসময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষা সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা বেশ অসুবিধায় পড়ি। তাই ঐ বছর জুন মাসে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য করাচি যাই এবং তাঁর কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বাংলার দাবির সমর্থনে তাকে একটি বিবৃতি দিতে বলি'। বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষার প্রতি গভীর দরদ, অসীম রাজনৈতিক প্রত্যয়ের ফলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে সমর্থন করে বিবৃতি দেন। ওই বিবৃতিটি ১৯৫২ সালের ২৯ জুন সাপ্তাহিক ১৯৫৩ সালে একুশের প্রথম বার্ষিকী পালনেও বঙ্গবন্ধুর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়ার আহবান জানান এবং অবিলম্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে বাংলা ভাষার উন্নয়ন, বিকাশে ও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের সফল, সার্থক ও যোগ্য নেতা ছিলেন বলেই ভাষা সমস্যার ভার তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল। এই মহান নেতা বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায় এবং বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাভাষায় ভাষণ দিয়ে যে, ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এটাই ছিল প্রথম সফল উদ্যোগ।

১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অফিসের কাজে বাংলাভাষা প্রচলনের প্রথম সরকারি নির্দেশ জারি করেন।

আদেশে বলা হয়, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, স্বাধীনতার তিন বছর পরও অধিকাংশ অফিস আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই, দেশের প্রতি যে তার ভালোবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বছর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাঙ্গালি কর্মচারীরা ইংরেজি ভাষায় নথি লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না'। ১৯৭২ সালের সংবিধানে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। এটাই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বাংলা ভাষার প্রণীত সংবিধান।

বাংলা ভাষা আজ দেশের সীমানা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে ইউনেস্কো। আজ পৃথিবীর সব রাষ্ট্র শুধু দিবসটি পালন করছে তা নয়, বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মাতৃভাষার জন্য বাঙালির ঐতিহাসিক আত্মত্যাগকে। বঙ্গবন্ধুর সাহসী নেতৃত্বে মাতৃভাষার জন্য সেদিন যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল, সে চেতনায় ধাবিত হয়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যতকাল লেখা হবে, পড়া হবে, বলা হবে, ততকাল বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে বারবার ফিরে ফিরে আসবেন। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিরন্তর।

তথ্যসূত্র: ১. সূত্র: 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা' গাজীউল হক, ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'বাংলা ভাষার পক্ষে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত পরিবর্তনে মুজিব সফল না হলে শুধু ভাষা আন্দোলন নয়- আওয়ামীলীগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়তো'। বঙ্গবন্ধুর মত দূরদর্শী নেতার পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল।

২. ভাষাসৈনিক অলি আহাদ এর গ্রন্থ' 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫'
৩. দৈনিক আজাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
৪. একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক- ড. মোহাম্মদ হান্নান
৫. একুশকে নিয়ে কিছু স্মৃতি, কিছু কথা- প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুর গাফফার চৌধুরী
৬. পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি- ৩য় খণ্ড, বদরুদ্দীন উমর
৭. ১৯৫২ সালের ২৯ জুন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকা
৮. রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, গণভবন, ঢাকা, পত্র সংখ্যা- ৩০/১২/৭৫

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের চিরস্মরণীয় একটি দিন। যেদিন বাঙালির মাতৃভাষা পায় সমুন্নত মর্যাদা। মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। দিনটিতে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন এদেশের বীর সন্তানেরা। তাই ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য প্রতিবারের মতো এবারও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহে উদ্‌যাপন করা হয় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। দিবসটির কর্মসূচির মধ্যে ছিল নেপ-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলমের নেতৃত্বে নেপ-এ কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে রাত ১২.০১ মিনিটে ময়মনসিংহস্থ টাউন হল সংলগ্ন শহিদ মিনারে ভাষাশহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ। এছাড়াও ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ১০.৩০ মিনিটে নেপ-এর অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট
জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক, নেপ

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ। পবিত্র কোরআন ও পবিত্র গীতা পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই "ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মনোয়ারা বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ। প্রবন্ধ পাঠ শেষে প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (উপসচিব), পরিচালক, জনাব মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জনাব এ কে এম মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), জনাব মোঃ জহুরুল হক, বিশেষজ্ঞ ও জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী লাইব্রেরিয়ান। অনুষ্ঠানে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের এইউইও গণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণও উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন নেপ-এর মহাপরিচালক। তিনি ভাষার জন্য আত্মদানকারী সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। দিবস উদ্‌যাপন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এই দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করে আগামী প্রজন্মকে তিনি উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। তিনি ভাষার শুদ্ধ চর্চার জন্য পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য শিশু সাহিত্য পাঠে শিশুদের উৎসাহিত করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। শিশুদের ভেতর মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে জোরদার করার পরামর্শ দেন।

তিনি আরও বলেন, ভাষার জন্য বাঙালি জাতির জীবনদান বিরল ঘটনা এবং গর্বের বিষয়। একুশের মর্মবাণী উপলব্ধি করে বিশ্বের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো মাতৃভাষার সংরক্ষণে যত্নবান হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আমাদের জন্য অত্যন্ত মর্যাদার ও গৌরবের। তিনি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সকলকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। মহাপরিচালক সফল অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মীর মোঃ আরিফুর রহমান, বিশেষজ্ঞ।

অনুষ্ঠান শেষে শহিদদের আত্মার শান্তি কামনায় অনুষ্ঠিত হয় দোয়া মাহফিল। দোয়া পরিচালনা করেন নেপ নামাজ ঘরের ইমাম জনাব মোঃ এহসানুল হক।

মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা ও বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদ্‌যাপন

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের দখলদারিত্ব থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ রাজকীয় এয়ার ফোর্সের একটি বিমানে করে লন্ডন থেকে নয়াদিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে তেজগাঁওয়ে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। বর্তমান সরকার প্রত্যাবর্তনের এই দিনটিকে মুজিববর্ষের ক্ষণ গণনার জন্য ঘোষণা করেছে এবং একই সাথে আগামী ১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ, ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়কে মুজিববর্ষ ঘোষণা করেছে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে ১০ জানুয়ারিকে উৎসর্গ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমি ক্ষণ গণনার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।"হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য ময়মনসিংহ জেলাকে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়। জাতীয় কর্মসূচির পাশাপাশি ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ব্যতিক্রমী কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তোপধ্বনির মাধ্যমে **'Countdown প্রথম প্রহরে মুজিববর্ষ'** অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সেই অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মহোদয়ের নেতৃত্বে নেপ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। শিশু, ওলামা সমাজের প্রতিনিধি, সহস্রাধিক মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জন প্রতিনিধিদের

মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা ও বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (উপসচিব), পরিচালক, নেপসহ অন্যান্যরা

অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বড় পর্দায় দেখানো হয়। ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যগণের এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

১৭ ই মার্চ ২০২০ খ্রি. তারিখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের দ্বারা শোষিত নিষ্পেষিত বাংলাদেশকে স্বাধীন সোনার বাংলায় রূপান্তর করার প্রত্যয়ে জীবনব্যাপী সংগ্রাম করেছেন। নেপ পরিবার এ মহান নেতার জন্মদিনটি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে পালন করে। জন্মদিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, জাতির পিতার রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নেপ-এর মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহ আলম। আলোচনায় বক্তব্য পেশ করেন নেপ-এর পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, জনাব দিলরুবা আহমেদ, উপপরিচালক (প্রশাসন), জনাব সুলতান আহমেদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ ও বিজয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক, জনাব এ কে এম মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), জনাব মোঃ জহুরুল হক, বিশেষজ্ঞ ও জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী লাইব্রেরিয়ান প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

সভাপতি জনাব মোঃ শাহ আলম তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর শৈশব, বাল্য, কৈশোর, ছাত্রজীবন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর বিভিন্ন আলোচকের বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, বঙ্গবন্ধু আমাদের আদর্শ। এ অবিসংবাদিত নেতার ভাষণে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার বাঙালি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করে এবং দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা বাংলাদেশকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাব এ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে সভাপতি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। সবশেষে বঙ্গবন্ধুর রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মো. এহসানুল হক, ইমাম, নেপ নামাজঘর।

পিটিআই সহকারী সুপারিনটেনডেন্টগণের 'অফিস ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৈরিতে দেশের ৬৭টি পিটিআইয়ে ডিপিএড কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পিটিআইয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা, যুগোপযোগী শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে ব্যবহারিক কার্যক্রম পরিচালনা, প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি পেশাগত প্রশিক্ষণ পরিচালনাসহ সামগ্রিক কাজ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশল থাকা অপরিহার্য। পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের পাশাপাশি সহকারী সুপারিনটেনডেন্টগণও এইসব বিষয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। তাই পিটিআইয়ের সহকারী সুপারিনটেনডেন্টগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের ধ্যান-ধারণাকে সময়োপযোগী করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিটিআই সহকারী সুপারিনটেনডেন্টগণের জন্য নেপ গত ১২-১৬, জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত 'অফিস ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সটি উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ।

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে সহকারী সুপারিনটেনডেন্টগণ পিটিআইতে চলমান স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (সি-ইন-এড এবং ডিপিএড কোর্স) পরিচালনায় পারদর্শী হবেন। তাছাড়া পিটিআইয়ের সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণে দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি তাঁরা পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে সচেষ্ট হবেন।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু: প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষকের ভূমিকা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, মেন্টরিং, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ইনোভেশন, কর্মপরিবেশ, সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং আইসিটি। ৫ দিনে মোট ২০টি অধিবেশন পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন পিটিআইয়ে কর্মরত মোট ৩৫জন সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স পরিচালক ছিলেন জনাব মোঃ রাইহুল করিম, বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও জনাব শাহনাজ বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ।

পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক (ইংরেজি) দক্ষতা ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়, কর্মীর কর্মস্পৃহা বাড়ে। তাই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্যও দরকার প্রশিক্ষণ। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। বর্তমান অগ্রগতির এই বিশ্বে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাথমিক স্তরে মাঠপর্যায়ের শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে ইংরেজি ভাষা পাঠদানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য নেপ ৪০জন পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরকে গত ১২-১৬ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. পাঁচ দিনব্যাপী বিষয়ভিত্তিক (ইংরেজি) দক্ষতা ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

পাঁচদিনে মোট বাইশটি অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের ইংরেজি ভাষার চারটি দক্ষতা, দক্ষতা অর্জন কৌশল, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, উচ্চারণ, লার্নিং উইথ ফান, মাইক্রো-টিচিং, মক-ক্লাস পরিচালনা, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা কৌশলসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। নেপ-এর তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এসব অধিবেশন পরিচালনা করেন।

অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ ও অন্যান্য

সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ বিষয়ক মতামত ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন জনাব মাহবুবুর রহমান, ইনস্ট্রাক্টর (সাধারণ), মাইজদি পিটিআই, নোয়াখালী।

উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (উপসচিব) পরিচালক, ও জনাব দিলরুবা আহমেদ, উপপরিচালক (প্রশাসন)। কোর্স পরিচালক ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও জনাব মোঃ মাজহারুল হক, সহকারী বিশেষজ্ঞ।

সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

সফলতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য একজন সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের পেশাগত প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তাছাড়া চাকরিতে যোগদানের পর পেশাগত দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তার বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রত্যেক কর্মকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজের কাজের প্রতি অধিকতর আন্তরিক, সৃষ্টিশীল, দক্ষ ও নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় মাঠপর্যায়ের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রতি বছর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এ বাস্তবতার আলোকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) গত ২৫ জানুয়ারি-২৪ মার্চ ২০২০ তারিখে দুটি ব্যাচে সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারদের ২ মাস মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (উপসচিব), পরিচালক, নেপ। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, নোয়াখালী সদর। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু: শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিচিতি, বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ২০১০, বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, একীভূত শিক্ষা, শিখন তত্ত্ব, ব্লুমের তত্ত্ব ও বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুযায়ী অভীক্ষা প্রণয়ন, যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন ও মূল্যায়ন কৌশল, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, প্রশাসনে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৮, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮, অটিজম, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ সড়ক, পিপিআর, ২০০৮। সেশনগুলো মোট ১০টি মডিউলের অধীনে পরিচালিত হয়। এই দুই মাসের প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৫দিনের আইসিটি সম্পর্কিত অধিবেশন সংযোজিত হয়। প্রতি মডিউল শেষে মডিউলভিত্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

৬০দিনব্যাপী এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে নেপ-এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করেন। ৫ম ব্যাচের কোর্স পরিচালক ছিলেন জনাব সুলতান আহমেদ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আলফাজ উদ্দিন, বিশেষজ্ঞ, জনাব মনোয়ারা বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ।

৬ষ্ঠ ব্যাচের কোর্স পরিচালক ছিলেন মীর মোঃ আরিফুর রহমান, বিশেষজ্ঞ ও কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন ড. মোঃ রবিউল ইসলাম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জনাব মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জনাব নিশাত জাহান জ্যোতি, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জনাব শাহীন মমতাজ, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও জনাব মমতাজ বেগম, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সংযুক্ত)।
৫ম ব্যাচের মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে ডিজি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা। ৬ষ্ঠ ব্যাচের মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে ডিজি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, নোয়াখালী।
মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রশিক্ষণার্থীগণ মতামত প্রদান করেছেন।

মাঠপর্যায়ের গবেষকদের গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

শিক্ষার অন্যতম সুযোগ সৃষ্টি করে গবেষণা। শিক্ষাক্ষেত্রে যে দেশের গবেষণা যত বেশি সেই দেশ অগ্রসর বিশ্বের সাথে তত বেশি প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে পারে। সে বিষয়কে বিবেচনায় রেখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি গত ২৫-২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. নেপ রিসার্চ হাবের সদস্যভুক্ত পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের জন্য গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। চারদিন ব্যাপী কোর্সটির শুভ উদ্বোধন করেন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহ আলম।

গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণে মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন
জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের গবেষণা পরিচিতি, গবেষণা পরিকল্পনা, গবেষণা-প্রস্তাব, তথ্য-সংগ্রহের উপকরণ ও কৌশল, তথ্য-বিশ্লেষণ কৌশল ও পদ্ধতি, গাণিতিক তথ্য বিশ্লেষণ, গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ, প্রাসঙ্গিক রচনাবলির পর্যালোচনা, গবেষণা-পদ্ধতি, গবেষণা-ফল, সুপারিশ, তথ্য-উৎস নির্দেশ, তথ্য-বিশ্লেষণ সফটওয়ার এসপিএসএস ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়।

মাঠপর্যায়ের পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর ছাড়াও নেপ-এর অনুষদ সদস্যগণও এই কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করেন। কোর্স পরিচালক ছিলেন জনাব রঙ্গলাল রায়, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন জনাব মোঃ মাজহারুল হক, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী বিশেষজ্ঞ।

গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করছেন
জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

নেপ অনুষদ-সদস্যদের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ একটি উদীয়মান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র। এই জাতির লক্ষ্য 'রূপকল্প ২০২১'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী এক দশকে দেশটিতে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য থাকবে না। দেশে বিরাজ করবে সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'এমন শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা' হবে। 'যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত' হবে। সরকার বিশ্বাস করে যে, এই লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পরাকৌশল। ঐতিহ্যগতভাবে লব্ধ এবং প্রণীত আইনকানুন, বিধিবিধান ও পদ্ধতি সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। কিন্তু কেবল আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব নয়,

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট
জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকগণ চরিত্রনিষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই একটি কৌশল-দলিল হিসেবে, 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের শুভ প্রয়াস হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রতি অর্থবছরে অনুষদ সদস্যদের জন্য 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৮-২৯ জুন, ২০২০ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বিষয়ক কর্মশালা, ২০২০। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর ৪৬জন অনুষদ সদস্যের অংশগ্রহণে নেপ-এ এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব দিলরুবা আহমেদ, উপপরিচালক (প্রশাসন), প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (উপসচিব), পরিচালক, নেপ। কর্মশালাটি বাস্তবায়নে পরিচালক ও সমন্বয়ক ছিলেন যথাক্রমে জনাব দিলীপ কুমার সরকার, প্রোগ্রামার ও জনাব মীর মোঃ আরিফুর রহমান, বিশেষজ্ঞ। এই কৌশলটির রূপকল্প হচ্ছে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। বাংলাদেশ ও তার সংগ্রামী মানুষের এটিই হলো কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। আশা করা যায় যে, কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেপ-এ কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নতুনভাবে উজ্জীবিত ও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে এই শুদ্ধাচার কৌশলটির অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করবেন। এর ফলাফল হিসেবে জনগণ ও জাতির পিতার স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠায় এটি কার্যকর অবদান রাখবে।

'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে প্রতিষ্ঠানসমূহে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই উদ্ভাবন-চর্চার জন্য নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে ইনোভেশন টিম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তারই ধারাবাহিকতায় নেপ ইনোভেশন টিম গত ২৩-২৪জুন, ২০২০ নেপ কর্মকর্তাদের জন্য 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত প্রশিক্ষণে নেপ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের ২৬জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ অনুষদভিত্তিক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ইনোভেশন আইডিয়া প্রস্তাব করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কৌশল নির্ধারণ করেন। আইডিয়াগুলো হলো- অনলাইন ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা, নেপ ডকুমেন্টশন আর্কাইভ, গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে আঞ্চলিক পর্যায়ে অনলাইন ওয়ার্কশপ, প্রাথমিক শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের অনলাইন ডাটাবেজ প্রস্তুত, অনলাইন পিটিআই কার্যক্রম মনিটরিং এবং ডিপিএড ৪র্থ টার্ম প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ।

উক্ত প্রশিক্ষণে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন জনাব দিলীপ কুমার সরকার, প্রোগামার, নেপ। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ শাহআলম, মহাপরিচালক, নেপ; বিশেষ অতিথি- জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, পরিচালক। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দিলরুবা আহমেদ, উপপরিচালক (প্রশাসন)।

জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ্, মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নেপ-এ চলমান বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে মতবিনিময়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জনাব মোঃ ফসিউল্লাহকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক, নেপ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ্ গত ০৪ মার্চ ২০২০ খ্রি. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়াও তিনি নেপ-এর অনুষদ সদস্যদের সাথেও মত বিনিময় করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভবিষ্যতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রাথমিক শিক্ষার মান্নোয়নে একসাথে আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন-এর সঙ্গে মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব ইকরামুল হক টিটু, প্রথম নির্বাচিত মেয়র

মঞ্চে উপবিষ্ট মহাপরিচালক, নেপ ও মেয়র ময়মনসিংহসহ অন্যান্য

ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র জনাব মোঃ ইকরামুল হক টিটুর সাথে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর কর্মকর্তাদের এক মতবিনিময় সভা ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ (বৃহস্পতিবার) নেপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নেপ-এর মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহ আলম। মেয়র মহোদয়কে নেপ ক্যাম্পাসে স্বাগত জানান মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম। মিলনায়তনে মতবিনিময় সভার শুরুতেই নেপ-এর পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি নেপ-এর সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষে মেয়র মহোদয়কে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এরপর সহকারী বিশেষজ্ঞ জনাব মোঃ মাজহারুল হক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে নেপ-এর কার্যাবলি ও সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি সচিত্র বর্ণনা উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ৩, ৪ ও ৫নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর জনাব শাম্মী আক্তার মিতু, ৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ, ৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম শরিফ। কমিশনারগণ তাঁদের বক্তব্যে নেপ-এর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং নেপ ও তার চারদিকের রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম বলেন, ময়মনসিংহে অবস্থিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম নেপ। এর সাফল্য ও গৌরবের অংশীদার ময়মনসিংহবাসী। তাই নেপ-এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মেয়র মহোদয় ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মেয়র মহোদয় তাঁর বক্তৃতার শুরুতে নেপ-এ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য মহাপরিচালক, পরিচালকসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, নেপ, BINA, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য ময়মনসিংহবাসী গর্বিত। এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা সিটি করপোরেশনের নৈতিক দায়িত্ব। নেপ-এর যেকোনো সমস্যা তাকে অবহিত করলে সেসকল সমস্যা তিনি নিজেই সমাধানের আশ্বাস দেন। সংশ্লিষ্ট কমিশনারকে নেপ-এর ড্রেনেজ সমস্যার সমাধানের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। অনুষ্ঠান শেষে মেয়র মহোদয় কর্মকর্তাগণের সঙ্গে পরিচিত হন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের নেপ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (উপসচিব) পরিচালক, নেপ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে নেপ প্রশিক্ষণ আয়োজন ও গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ ডিপিএড বোর্ডের মাধ্যমে পিটিআইগুলোর একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে নেপ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রভূত অবদান রেখে চলেছে। সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে শিক্ষা-বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের নেপের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। নেপের সাংগঠনিক কাঠামো ও এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সরেজমিন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাস্টার্সের একদল শিক্ষার্থী গত ০৮ মার্চ ২০২০ তারিখ রবিবার জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-তে এক সংযুক্তি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক জনাব সুমাইয়া খানম চৌধুরী। এসময় নেপ-এর পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব জনাব মোঃ ইউসুফ আলী।

সংযুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীগণ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির সভাকক্ষে নেপ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভার শুরুতে সহকারী বিশেষজ্ঞ জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে নেপ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন। প্রেজেন্টেশনের পরে প্রশ্ন-উত্তর আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্টীকরণ করা হয়। শিক্ষার্থী প্রতিনিধির দলের প্রধান জনাব সুমাইয়া খানম চৌধুরী উষ্ণ আতিথেয়তা ও নেপ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানার সুযোগ দানের জন্য নেপ কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নেপ পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এমন সংযুক্তি কার্যক্রমে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক জোরদার হবে, তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিক্ষার্থীদের সাথে সভায় নেপ পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন নেপ-এর ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ জনাব আয়েশা আক্তার, জনাব রঙ্গলাল রায়, জনাব মাহবুব এলাহী, জনাব মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, জনাব নবী হোসেন তালুকদার, উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব দিলরুবা আহমেদ প্রমুখ।

তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলায় পঠন-সাবলীলতার মাত্রা নিরূপণ বিষয়ক গবেষণা

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। নিজস্ব ভাষায় দক্ষতা উন্নয়নের সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হচ্ছে পঠন অনুশীলন। দীর্ঘদিন ধরে পাঠের অভ্যাসের ফলে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের সঙ্গে চোখের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। তখন আর বর্ণ অনুসরণ করে পাঠ করতে হয় না; একবারমাত্র তাকিয়েই বাক্যের অনেকটা অংশের পাঠ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ভাষার নৈপুণ্য অর্জনে পঠন দক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষার ৪টি দক্ষতার মধ্যে পঠন দক্ষতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের শুরু পঠন দিয়ে। তাই শিক্ষা গ্রহণে পঠন অপরিহার্য। যেকোনো জ্ঞান আহরণের জন্য পঠন দক্ষতা প্রয়োজন। পড়ার মাধ্যমেই জ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সম্ভব।

মুদ্রিত বা লিখিত কোনো পাঠ বা পাঠ্যাংশ সঠিক উচ্চারণে, যতিচিহ্ন অনুসরণ করে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে অর্থ বুঝে পড়তে পারাই হলো পঠন। পঠন দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন-(১) লেখ্যরূপ বা বর্ণগুলো চিনতে পারা, (২) শব্দ শনাক্ত করতে পারা, (৩) শব্দের সঠিক উচ্চারণ করতে পারা, (৪) পাঠে স্বাভাবিক স্বরভঙ্গি বজায় রাখা, (৫) বিরাম বা যতিচিহ্ন অনুসরণ করা, (৬) অর্থ বোঝা, (৭) পাঠ্যাংশ উপলব্ধি করা, (৮) স্পষ্ট এবং শ্রবণযোগ্য উচ্চারণ করা, (৯) নির্ভুলভাবে পড়া, (১০) গতির স্বাভাবিকতা বজায় রেখে পড়া, (১১) বিষয়বস্তু অন্যের উপলব্ধির উপযোগী করে পড়া, (১২) সঠিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে পড়া প্রভৃতি ।

সাবলীল পাঠকেরা প্রমিত উচ্চারণে পড়ার মাধ্যমে কোনো অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত অর্থ সহজেই বুঝতে পারে, অন্যদিকে যারা সাবলীল পাঠক নয় তারা শুদ্ধ শব্দ ও বাক্য উচ্চারণে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং কোনো পাঠের বোধগম্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। প্রাথমিক স্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম শ্রেণি থেকে সরবে পাঠ অনুশীলন শুরু হয় যা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত চলতে থাকে। কোন শিক্ষার্থীকে আমরা সাবলীল পাঠক বলব, এ নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। পঠন দক্ষতার উন্নয়নের উপায় ও সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক গবেষণা হয়েছে, কিন্তু পঠন-সাবলীলতার মাত্রা নিয়ে কোনো গবেষণা এখন পর্যন্ত হয়নি। সেজন্য শ্রেণি অনুযায়ী মিনিটে কত শব্দ পড়তে পারলে কোনো শিক্ষার্থীকে আমরা সাবলীল পাঠক বলব- এ নিয়ে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনি।

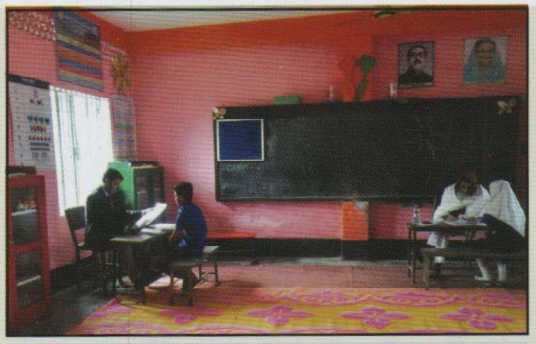

গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ ও জনাব মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ

এটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ২০২০ সালে 'Setting Reading Fluency Benchmark in Bangla for the Students of Grade III and Grade V' শিরোনামে তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন-সাবলীলতার মাত্রা নিরূপণের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। যা পঠন-সাবলীলতার মাত্রা নিরূপণে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের ক্ষেত্রে প্রথম গবেষণা।

এটি মূলত একটি Quantitative Study, যেখানে Cross-sectional Survey Design পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার শুরুতে একটি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে শ্রেণিশিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে রিডিং টেক্সট ডেভেলপ করা হয় এবং প্রতিটি টেক্সটের সাথে বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য ৫টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নও তৈরি করা হয়। যা পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ করে পাইলটিংয়ের জন্য এই টুলস (রিডিং টেক্সট) নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীপর্বে পাইলটিংয়ের মাধ্যমে মাঠপর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য তৃতীয় শ্রেণির দুই সেট ও পঞ্চম শ্রেণির জন্য দুই সেট টুলস চূড়ান্ত করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতি সেটে একটি বর্ণনামূলক ও একটি কাল্পনিক টেক্সটসহ মোট দুটি টেক্সট নির্বাচন করা হয়।

মাঠপর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের পূর্বে ৪২জন তথ্য সংগ্রহকারীকে এই গবেষণার বিষয়ে নেপ-এ ৪দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরে প্রশিক্ষিত তথ্য সংগ্রহকারীগণ বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ১৬টি জেলার ৩২টি উপজেলার ১২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ১৫৩৬জন এবং পঞ্চম শ্রেণির ১৫৩৬ জন শিক্ষার্থী থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করেন।

পঠন-সাবলীলতার মাত্রা নিরূপণের ক্ষেত্রে এই গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে Median Method প্রয়োগ করে গবেষণার ফলাফল বের করা হয়েছে। যে সকল শিক্ষার্থী অনুচ্ছেদের শব্দগুলো সঠিক উচ্চারণে পড়ে কমপক্ষে ৪টি (৮০%) প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করেছে- শুধু তাদের তথ্যগুলো গবেষণায় ফলাফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, তৃতীয় শ্রেণির কোনো শিক্ষার্থী যদি কোনো অনুচ্ছেদ পড়ার সময় প্রতি মিনিটে ৪৬টি শব্দ সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারে তাহলে সে অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট ৮০% প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে বলা যায়, তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলায় পঠন-সাবলীলতার মাত্রা হলো প্রতি মিনিটে ৪৬টি শব্দ।

ঠিক একইভাবে পঞ্চম শ্রেণির কোনো শিক্ষার্থী যদি কোনো অনুচ্ছেদ পড়ার সময় প্রতি মিনিটে ৫৪টি শব্দ সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারে তাহলে সে অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট ৮০% প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে বলা যায়, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলায় পঠন-সাবলীলতার মাত্রা হলো প্রতি মিনিটে ৫৪টি শব্দ।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক এই পঠন-সাবলীলতার মাত্রা নিরূপণ বিষয়ক স্টাডি বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। এর ফলে এখন শ্রেণিশিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষা গবেষকসহ সকল অংশীজন পঠন-সাবললীতার এই মাত্রা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা নিরূপণ করতে পারবেন।

নবাগত কর্মকর্তাগণের যোগদান

জনাব আয়েশা আক্তার (উপসচিব)-এর উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব আয়েশা আক্তার গত ০২ মার্চ, ২০২০ তারিখে উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ-এ যোগদান করেন। তিনি ২৪তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করে চাকরি জীবনে প্রবেশ করেন। ০২ জুলাই, ২০০৫ সালে তিনি চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে যোগদান করেন। এরপরে তিনি কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলায় সফলতার সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)-এর দায়িত্ব পালন করেন। সবশেষে তিনি চাঁদপুর জেলার এডিসি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজকল্যাণ বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক (বি.এস.এস) এবং ১৯৯৮ সালে স্নাতকোত্তর (এম.এস.এস) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৮ সালে গাজীপুর জেলায় কাপাসিয়া উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং এক মেয়ে ও এক ছেলে সন্তানের স্নেহশীলা জননী।

জনাব মোহাম্মদ আলী রেজা- এর উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব মোহাম্মদ আলী রেজা গত ২২ মার্চ ২০২০ খ্রি. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এ উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান করেন। নেপ-এ যোগদানের পূর্বে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে সহকারী পরিচালক হিসেবে দীর্ঘ ০৭ (সাত) বছর কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৯৫ সালে পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে সরকারি কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ২০০০ সালে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারভুক্ত পিটিআই সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে পিএসসির মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে সুপারিনটেনডেন্ট পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তিনি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে রায়পুরা, জামালপুর পিটিআই এবং সুপারিনটেনডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দাদনচক, রংপুর পিটিআইয়ে দায়িত্ব পালন করেন। সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর পিটিআইয়ে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৩ সালে মালয়েশিয়া OUM থেকে Academic Supervision and Classroom Practice এবং ২০০৮ সালে থাইল্যান্ডের TICA থেকে Child Friendly School বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে বিজ্ঞানে স্নাতক এবং ১৯৯২ সালে শিক্ষা ও গবেষণায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর জন্ম ১৯৬৬ সালে নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলায়। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং দুই কন্যা সন্তানের জনক।

জনাব মাহবুবুর রহমান-এর সহকারী বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব মাহবুবুর রহমান গত ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে সহকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ-এ যোগদান করেন। ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে তিনি পিটিআই, মাইজদি, নোয়াখালীতে ইনস্ট্রাক্টর (সাধারণ) হিসেবে প্রথম সরকারি চাকরিজীবন শুরু করেন। এর আগে তিনি ফেনী সরকারি কলেজে ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ট্রেইনার হিসেবে (বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়) চাকরি করেন। তার আগে তিনি ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা-এর সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০১১ খ্রি. ইংরেজি বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক এবং ২০১২ সালে স্নাতকোত্তর (ইংরেজি) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১৪ সালে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ হতে অ্যাপলাইড লিংগুইসটিকস ও ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং-এর ওপর স্নাতকোত্তর (এম.এ) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এড (শিক্ষা) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (৯ম ব্যাচ)-এ প্রথম স্থান ও ডিজি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে তিনি লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

অনলাইনে ডিপিএড চতুর্থ টার্মের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ

বাংলাদেশের ৬৭টি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই)-এর মাধ্যমে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর তত্ত্বাবধানে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সরকারি ঘোষণা পর ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে বন্ধ হয় বাংলাদেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সেই সাথে ডিপিএড-এর চতুর্থ টার্মের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের কারিকুলামে নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষা অনলাইনে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর সার্বিক নির্দেশনায় এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে (পিটিআই) অনলাইন জুম/গুগল মিট (ফ্রি সফটওয়্যার) ব্যবহার করে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের ১৪৩৮০ জন শিক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। যা ধারাবাহিকভাবে ২৪ থেকে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

করোনাকালীন বিশেষ কার্যক্রম : ঘরে বসে ডিপিএড অনুশীলন

শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া যেমন থেমে থাকে না, ঠিক তেমনি শিক্ষা কার্যক্রম ও কখনো থেমে থাকে না। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশেও শিখন-শেখানো কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে হলেও চালিয়ে নেওয়া উচিত। করোনা ভাইরাসের কারণে গত ১৮ মার্চ ২০২০ হতে দেশের সকল ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, ফলে পিটিআইতে চলমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও সাময়িকভাবে স্থগিত হয়। শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি দূর করার জন্য ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য 'ঘরে বসে শিখি' দূরশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, যা জাতীয় সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্রচার করা হচ্ছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এই করোনাকালীন শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে, এবং গত ২২ এপ্রিল করোনা ভাইরাসজনিত সংকটকালে ডিপিএড কার্যক্রম কীভাবে চলমান রাখা যায় সে বিষয়ে অনলাইনে নেপ অনুষদবর্গ, পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর ও সুপারিনটেনডেন্টেগণের সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। নেপ মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম অনলাইনে মতবিনিময়কালে ডিপিএড শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের জন্য এই সংকটময় সময়ে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম 'ঘরে বসে ডিপিএড অনুশীলন' চালু করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়া মত বিনিময়ে দেশের ৬৭টি পিটিআইতে চলমান ডিপিএড কোর্সে ৩৪ হাজার শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের জন্য করণীয় বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এই ধারবাহিকতায় নেপ, ময়মনসিংহ কর্তৃক গত ২৩ এপ্রিল, ২০২০ পিটিআইগুলোতে কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. পিটিআইভিত্তিক ফোকাল পারসন নির্বাচন, ২. দায়িত্বপ্রাপ্ত ফোকাল পারসনদের মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা, ৩. গাইড ইনস্ট্রাক্টর তাঁর আওতাধীন শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সংশ্লিষ্ট ফোকাল পারসনকে অবহিত করা, ৪. পিটিআই ফোকাল পারসনগণ বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত নেপ কর্মকর্তাগণের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সার্বিক অবস্থা অবহিত করবেন।

তাছাড়া সংকটকালীন এই পরিস্থিতিতে ডিপিএড শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের শিখন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল কন্টেন্ট (যেমন- ভিডিও, অডিও, পাওয়ার পয়েন্ট, ওয়ার্ড কপি ইত্যাদি) ডেভেলপ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কন্টেন্ট ডেভেলপের জন্য নেপ অনুষদবর্গ ও পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের সমন্বয়ে বিষয় ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়। ডিপিএড-এর বিভিন্ন বিষয়ের কন্টেন্টগুলো যাচাইয়ের মাধ্যমে নেপ-এর বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্মে আপলোড করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১৫০ টি অডিও/ভিডিও কন্টেন্ট নেপ ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে। ডিপিএড শিক্ষার্থী-শিক্ষকগণ নেপ ওয়েবসাইট, নেপ ফেইসবুক পেইজ, নেপ ইউটিউব চ্যানেল থেকে তাদের বিষয় সংশ্লিষ্ট কন্টেন্ট দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারেন।

পিটিআইয়ের সকল শিক্ষার্থী-শিক্ষককে নেপ-এর ওয়েব সাইটে (www.nape.gov.bd) ঘরে বসে ডিপিএড অনুশীলন' সাবমেনুতে নিয়মিত ভিজিট করে বিষয়ভিত্তিক কন্টেন্টসমূহ পড়ে বা ডাউনলোড করে এই করোনাকালীন সময়ে শিখন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়।

একনজরে প্রশিক্ষণ সংবাদ

নেপ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও নবতর ধ্যান-ধারণা বিস্তরণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের শেষ ছয় মাসে রাজস্ব খাতে সম্পন্নকৃত কোর্সসমূহের তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রম	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	খাত	তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১.	পিটিআই সহকারী সুপারিনটেনডেন্টগণের অফিস ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	১২-১৬ জানুয়ারি ২০২০	৩৫ জন
০২.	পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক (ইংরেজি) দক্ষতা ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশক্ষণ	রাজস্ব	১২-১৬ জানুয়ারি ২০২০	৪০ জন
০৩.	সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	রাজস্ব	২৫ জানুয়ারি-২৪ মার্চ ২০২০	৮০ জন
০৪.	মাঠপর্যায়ের গবেষকদের গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	২৫-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০	৪২ জন
০৫.	তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলায় পঠন-সাবলীলতার মাত্রা নিরূপণ বিষয়ক গবেষণা	রাজস্ব	২০২০	
০৬.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক কর্মশালা	রাজস্ব	২৮-২৯ জুন ২০২০	৪৬ জন
০৭.	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	রাজস্ব	২৪-২৫ জানুয়ারি ২০২০	২৬ জন

জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ-এর জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন

জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নিকট থেকে শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন
জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, নেপ

সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরি। বর্তমান জনবান্ধব সরকার দেশের সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও সততা তথা শুদ্ধাচারের অভাব এক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। রাষ্ট্রে ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাকে একটি আন্দোলনে রূপ দিতে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করেছে। শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রবর্তন। শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন ও শুদ্ধাচার চর্চায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান করতে ২০১৭ সাল থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এর অধীন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করছে। পুরস্কার হিসেবে সনদপত্র ও এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

একজন সৎ, দক্ষ, নীতিবান কর্মকর্তার কর্মজীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো এই শুদ্ধাচার পুরস্কার। এটি সৎ ও সৃজনশীল কর্মের একটি দালিলিক স্বীকৃতি, এধরনের প্রাপ্তিই যেকোনো কর্মকর্তার কর্মজীবনের মূলশক্তি ও পথ চলার পাথেয়। প্রতি বছরের মতো ২০১৯-২০ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তার অধীন সংস্থার কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার চর্চার পুরস্কার প্রদান করেছে। এ বছর জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) শুদ্ধাচার চর্চার পুরস্কার পেয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধান হিসেবে তিনি এই পুরস্কার অর্জন করেন। উল্লেখ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলো হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।

জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তাঁর সময়ে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ হলো- ডিপিএড বোর্ড ডিজিটাইজেশন, 'ঘরে বসে ডিপিএড অনুশীলন' নামক দূরশিক্ষণমূলক অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম, করোনা সংকটকালীন সময়ে অনলাইনভিত্তিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, নেপ বহুতল ভবনের জমি অধিগ্রহণ ও ভবন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু; তাছাড়া তিনি প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে প্রশিক্ষণ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করছেন। অধিকন্তু তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ও দূরদর্শী নির্দেশনায় নেপ প্রতিবছর শিক্ষা-বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন করছে, যা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চাকরি জীবনের শুরু থেকেই তিনি অত্যন্ত সৎ, কর্মঠ ও প্রগতিশীল। সৎ ও নীতিবান এই কর্মকর্তা ধার্মিক ও নির্মোহ সাদাসিধে জীবনে অভ্যস্ত একজন মানবিক গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি।

Web : www.nape.gov.bd, E-mail : napebarta@gmail.com
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর ভাষা অনুষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
মুদ্রণ : কোরায়শী প্রাঙ্গণ, ময়মনসিংহ। ফোন : ০৯১ ৬৪০০১, মোবাইল : ০১৭১১ ১৭১ ৬৭৩